BCDA College of Pharmacy & Technology, Hridaypur

Factful Endeavour

Wall magazine

BCDA COLLEGE OF PHARMACY & TECHNOLOGY

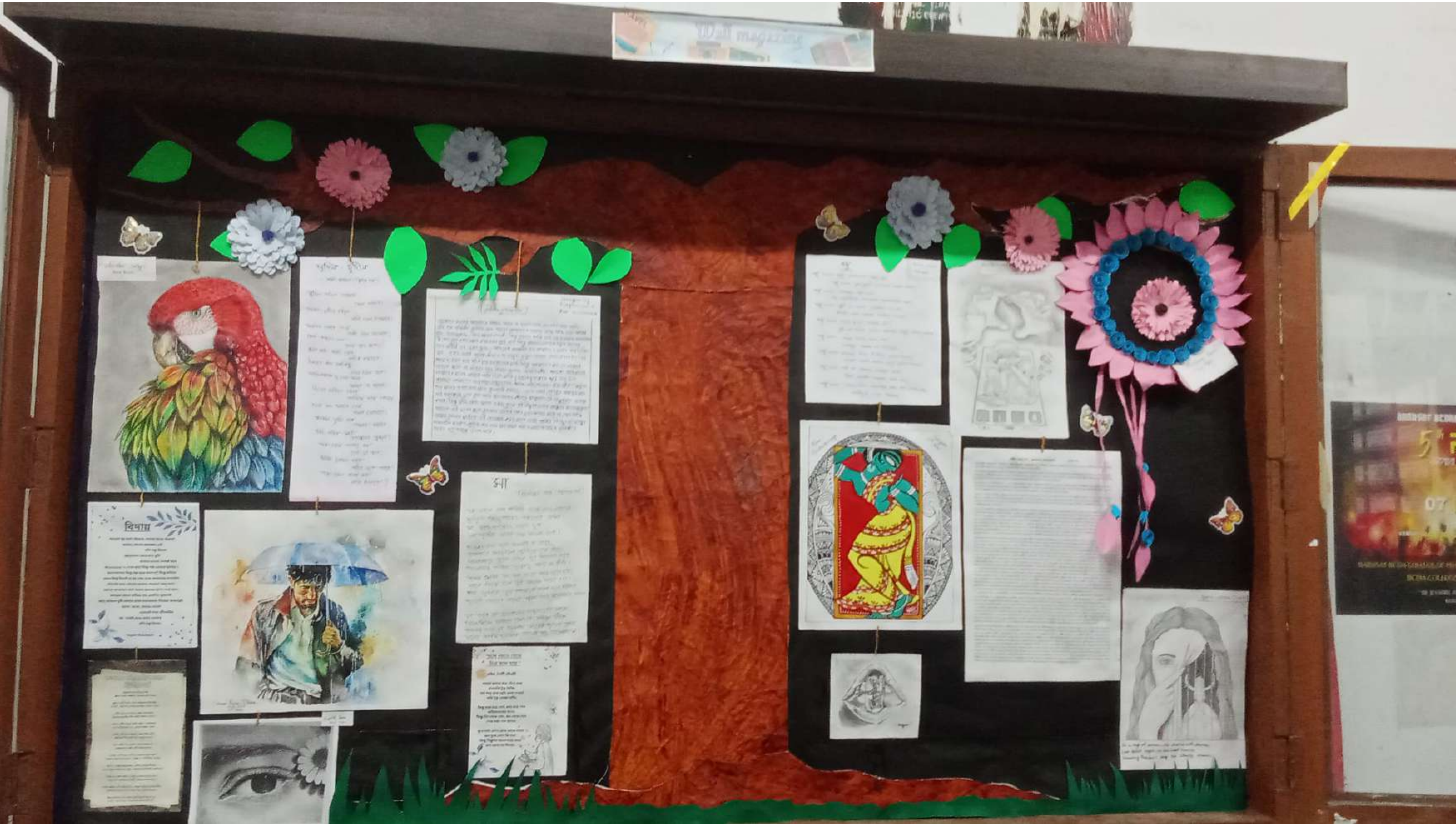
Wall magazine
বিদায়
মা

অনি২৭

Manas Pratim Dhara.

Rima Bhattacharyya.
2nd year 4th Sem.
Rima
Rima
Rima
Rima 24/02/2024
রিমা

Tajrin Sultana (2nd Yr.)

In a cage of norms, she danced with dreams,
Her spirit caged, yet her heart beams,
Yearning freedom's song, she silently screams.

Sayan

Kazi Mahmudul Haque (1st Yr.)

শহীদ ভগৎ সিং – আমাদের অনুপ্রেরণা মুরারী গুহ

প্রফুল্লচাকীর আত্মোৎস্বর্গ, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, বাঘাযতীন, রাসবিহারী বসু, মাস্টারদার (সূর্যসেন) বিপ্লবীকর্মকাণ্ড, তাদের নেতৃত্বে পূর্ণস্বাধীনতার দাবিতে পরাধীন ভারতবাসীর মনের মধ্যে প্রবলভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল।

দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের শৌর্য ও আত্মদানের দৃষ্টান্তগুলোর পাশাপাশি ভগৎসিং বিপ্লবী চিন্তা ও আদর্শের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত একটি স্বাধীন দেশের। রুশবিপ্লবের ঘটনাবলী তাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতো। ভগৎসিং একদিকে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তেমনি কংগ্রেসের নরমপন্থীদের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রামও করেছেন।

১৯০৭সালের ২৮ সেপ্টেম্বর চক নং. ১০৫, লায়ালপুরবান্দায় (এখন পাকিস্তানে) ভগৎসিং এর জন্ম হয়। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক বিপ্লবী পরিবারে। তার জন্মের দিনেই খবর আসে বাবা কিষাণসিং ও দুইকাকা অজিতসিং ও স্বর্ণসিং যারা জেলবন্দী ছিলেন, ছাড়া পেয়েছেন। যদিও জেলে থাকাকালীন স্বর্ণসিং-এর যক্ষ্মা হয়েছিল, অল্পকয়েকদিনের মধ্যে তিনি মারা যান। আরেক কাকা অজিতসিং দেশ ছাড়তে বাধ্য হন ১৯০৯সালে।

ছোটবেলা থেকেই পরাধীনতার জ্বালা তাকে কষ্ট দিত। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিনের মধ্যে সে ঐস্থানে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে রক্তেভেজা মাটি তুলে এনেছিলেন। বিপ্লবী পরিবারে জন্মালেই বিপ্লবী হওয়া যায়না, সেজন্য চাই দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা, আদর্শবোধ, কঠোর অনুশীলন। যা ভগৎসিং-এর মধ্যে প্রবলভাবেই ছিল। ভগৎসিং মাত্র ১৫বছর বয়সে লাহোরের ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। ভগৎসিং সংস্কৃত, পাঞ্জাবী ও গুরুমুখীলিপি ছাড়াও উর্দু, হিন্দি ও ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন।

১৯২২সালের চৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ১৫বছর বয়সী ভগৎসিং মানতে পারেনি। ভগৎসিং খুব অল্পবয়স থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। ভগৎসিং-এর রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ন দিকটি হলো তিনি লাহোরের দ্বারকাপ্রসাদ পাঠাগারে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানেই তিনি মার্কসীয় বইপত্র পড়া শুরু করেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি মানবমুক্তির লক্ষ্যে একটি সুসংহত দর্শন খুঁজে পান। শুধু মতাদর্শের প্রশ্নেই নয় তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ভগৎসিং ছিলেন সেসময়ের অন্যান্য বিপ্লবী নেতৃত্বের থেকে কয়েকধাপ এগিয়ে। ব্যক্তি-উদ্যোগ, ব্যক্তি-চিন্তা বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়ে ওঠা এর উত্তরণ ঘটিয়ে যৌথকর্মনীতি, সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার রীতি প্রবর্তনের সূচনা হয়েছিল ভগৎসিং-এর নেতৃত্বে। তাদের যৌথ নেতৃত্বে চলা হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের। ভগৎসিং-এর উদ্যোগে ১৯২৬সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুবসংগঠন 'নওজোয়ান ভারতসভা'। নওজোয়ান ভারতসভা-র উদ্যোগে স্কুলছাত্রদের নিয়ে ১২-১৬বছর বয়সী ছাত্ররা সদস্য হতো, স্কুলছাত্রদের রাজনীতি সচেতনকরার এই প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল।

যুবসমাজের উপর ভগৎসিং-এর প্রভাব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। দশেরা বোমার মামলায় (১৯২৬) তাকে ১৯২৭সালের মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয়, সে সময়ে প্রায় ৬মাস তিনি জেলবন্দী ছিলেন। এরপর কুখ্যাত সাইমনকমিশন ভারতে আসে। লাহোরে এর বিরুদ্ধে নওজোয়ান ভারত সভার উদ্যোগে প্রতিবাদ সংগঠিত করা হয়। পুলিস লাঠিচার্জ করে, বিক্ষোভে উপস্থিত থাকা লালা লাজপতরাই-এর মৃত্যু হয়। লাহোরের পুলিসসুপার স্কট এই লাঠিচার্জের নেতৃত্ব দেয় এবং ডেপুটিসন্ডার্সতা কার্যকর করে। এরপর এইচ এস আর এ সিদ্ধান্ত নেয় স্কটকে মেরে লালা লাজপতরাইয়ের হত্যার বদলা নেবে। এ কাজের দায়িত্ব পড়ে ভগৎসিং, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদদের উপর। স্কটকে চিনিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি হওয়ায় তারা সন্ডার্সকে গুলি করে মারেন। এই ঘটনার পর তারা আত্মগোপনে চলে যান। পরবর্তীতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার জননিরাপত্তা ও বাণিজ্য বিরোধ নামে দুটি চরম জনবিরোধী বিল আনে এবং সেগুলিকে আইনে পরিণত করতে চায়। জনসাধারণের পক্ষ থেকে তীব্র আপত্তি উঠে আসে, সেন্ট্রাল এসেম্বলিতেও এর বিরোধিতা হয় এরপর এইচ এস আর এ কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় এর প্রতিবাদে সেন্ট্রাল এসেম্বলিতে বোমা ছুঁড়বে। এই বোমা ছোঁড়া হবে কাউকে হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, ফরাসি নৈরাজ্যবাদী শহীদ ভাঁলিয়ার সেই অমরকথা '*বধির শোনাতে গেলে উচ্চকণ্ঠের প্রয়োজন* সে প্রয়োজনে। ভগৎসিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ফাঁকা চেয়ারে বোমা ছোঁড়েন ও প্রচারপত্র ছুঁড়ে দেন, স্লোগান তুলতে থাকেন '*ইনকিলাব জিন্দাবাদ*, '*সাম্রাজ্যবাদকা নাশ হো*। এরপর তারা পুলিসের হাতে ধরা দেন। হাতে পিস্তল থাকা সত্ত্বেও তারা গুলি করেননি, তারা চাইলে বোমা নিক্ষেপের মধ্যদিয়ে অনেককে মারতে পারতেন, একাজ তারা করেননি কারণ বক্তি হত্যা তাদের পথ ছিলনা। এরপর দাবানলের মতো 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লো। তবে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুমহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলোর মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি এই স্লোগান ব্যবহার করেনি, তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মতো এই স্লোগানকে ভয় পেয়েছিল। ভগৎসিং ও তার সহযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন, এবং বিচার চলাকালীন নিজেদের দর্শনকে প্রচার করবেন। জেলের মধ্যে পড়াশোনার মধ্যদিয়ে নিজেকে মতাদর্শগতভাবে ও রাজনৈতিকভাবে উন্নত করার চেষ্টা করেছিলেন ভগৎসিং। জেলের মধ্যে রুশো, মার্কস, লেনিন-এর মতো চিন্তাবিদদের বই পড়তেন তিনি, তার স্বপ্ন ছিল সমাজতন্ত্র। জেলে বসেই বিভিন্ন লেখালেখি করেন তিনি, শিববর্মার কাছ থেকে জানা চারটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন ভগৎসিং –
(১) সমাজতন্ত্রের ধারণা, (২) আত্মজীবনী, (৩) ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস, (৪) মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। যদিও পরবর্তীকালে এইলেখাগুলি পাওয়া যায়নি।

তার বিখ্যাত লেখা 'কেন আমি নাস্তিক প্রগতিশীল মানুষের কাছে আজও সমাদৃত। ভগৎসিং-এর জেল নোটবুক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় দলিল, যদিও এই জেল নোটবুক গ্রামসি, লেনিনের নোটবুক অথবা চেগুয়েভারার ডায়েরি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভগৎসিং-এর জেল নোটবুকেরয়েছে ফাঁসির আগে তার মতাদর্শগত পড়াশোনার একটি রেকর্ড। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভগৎসিং-এর সংগ্রাম শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভগৎসিং ১৯২৯সালের ৮এপ্রিল থেকে ১৯৩১সালের ২৩মার্চ পর্যন্ত জেলবন্দী ছিলেন। ১৯৩১সালের ১৪মার্চ ভগৎসিং, সুকদেব, রাজগুরুর ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল। সে সময় দেশ উত্তাল হয়, নওজোয়ান ভারতসভা ২৪মার্চ (১৯৩১) বিক্ষোভের ডাক দেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদিন পূর্বেই অর্থাৎ ১৯৩১সালের ২৩মার্চ ভগৎসিং, সুকদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসি দিয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক প্রথা ভেঙে সন্ধ্যা ৭টায় তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয় তাদের মরদেহ পরিবারবর্গকে দেওয়া হয়নি, নিজেরাই দেহ দাহ করে। যাতে মানুষ জানতে না পারে সেজন্য বিপ্লবীদের দেহ কুপিয়ে কুপিয়ে বস্তাবন্দী করে রবিনদীর ধারে আনা হয়েছিল। সারাদেশ জুড়ে বিক্ষোভদানা বাধে। গান্ধী-আরউইন চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও ভগৎসিং ও তার সাথীদের অন্যায় ফাঁসিরোধ করার ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কোন ভূমিকা পালন করেনি।

মৃত্যুর আগে ভগৎসিং লিখেছিলেন। "জীবিত ভগৎসিং-এর থেকে মৃত ভগৎসিং ব্রিটিশশোষকদের কাছে আরও বেশি বিপজ্জনক হবে। আমার ফাঁসির পর আমার বিপ্লবী আদর্শের সৌরভ এই সুন্দর দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এই আদর্শ যুবসমাজকে উদ্দীপিত করবে এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও মুক্তির জন্য উদ্বেল করে তুলবে এবং এরফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন আরও ত্বরান্বিত হবে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" শহীদ ভগৎসিং-এর কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা (শোষণের অবসান) ভারতবর্ষের মানুষ পায়নি। স্বাধীনতার ৭৫বছর হয়ে গেলেও এখনও সারা পৃথিবীর মধ্যে সংখ্যার দিকথেকে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র, অনাহারক্লিষ্ট মানুষ বসবাস করে আমাদের দেশে। অথচ অপরদিকে দেশের অল্পসংখ্যক মানুষ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, আমাদের দেশ থেকেই সবচেয়ে বেশি কালোটাকা বিদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলিতে জমা হয়। অসাম্যের বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু করেছিলেন ভগৎসিং, তা ছাত্র – যুব সমাজ সেই উত্তরাধিকার বহন করছি। সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করতেন ভগৎসিং, সেই সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় বৃত্তি করছে আমাদের দেশের সরকার। ভগৎসিং-এর সময়ের মৌলবাদী দলগুলি আজও মুখোসের আড়ালে থেকে বিষ ছড়াচ্ছে। নয়া উদারনীতি প্রয়োগের মধ্যদিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর ক্রমশঃ চাপ বাড়ছে। দেশের বুকে ঘটে চলেছে একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারি। ভগৎসিং-এর মতো দৃঢ়চেতা হয়ে, মতা দর্শগত ও রাজনৈতিক চর্চার মধ্যদিয়ে মানুষের সাথে আন্তরিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের গড়ে তুলতে হবে। মাত্র ২৩বছর বয়সে যে নির্ভীকতার সাথে ভগৎসিং শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা আজও আমাদের পথচলার শক্তি যোগায়। তাই ভগৎসিং-এর মতো আমরা বলতে চাই, একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা সহজ, কিন্তু আদর্শকে হত্যা করা যায়না। বিশাল বিশাল সাম্রাজ্যধূলোয় মিশে যায়, কিন্তু আদর্শ বেঁচে থাকে।

Debangana Dey
2nd year, Sec-B
Roll-2010592310৪

পৃথিবীর দ্রুততম যান

যানবাহন বলতেই আমাদের মাথায় আসে যে ছবিটা সেটা হল গতি আর সেটা যদি হয় পৃথিবীর দ্রুততম যান তাহলে আমাদের মাথায় সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে ট্রেন, উড়োজাহাজ, বাস আরও কত কী! কিন্তু এখানে আমি সেই সব চলমান যানবাহনের চেয়েও দ্রুত একটা যানের কথা বলব সেই যান কিন্তু আপেক্ষিকভাবে স্থির হলেও তার পরিধি এই জগৎ জুড়ে, আর সেই যানবাহন হল আমাদের সবার অন্তর্নিহিত মন। এবার সবাই ভাববে কীকরে তা সম্ভব, চলুন তাহলে একটা উদাহরণ দিই আমরা হয়ত বসে থাকি চার দেওয়ালের মধ্যে কিন্তু আমাদের মন সে কখনোই আটকে থাকে না গণ্ডিতে তার বিস্তার অপার, অপরিসীম। আমরা ঘরে বসেই আমাদের মনের মাধ্যমে পাড়ি দিতে পারি দূর থেকে দূরান্তরে শুধু তার জন্য প্রয়োজন আমাদের অন্তরাত্মা উন্মোচনের। অবশ্য আজকালকার ব্যস্ত জীবনে মানুষ তার মনের ব্যবহারতো প্রায় ভুলতেই বসেছে, এখন সবাই রোবটের নামান্তর মাত্র তাই অনেকেরই মনে হতে পারে মন আবার কীকরে মানুষকে এই বিশ্বভ্রমণে সাহায্য করবে। কিন্তু যদি সত্যি মনের দরজা খুলে এই বিশ্বকে চেনার আগ্রহ থাকে মানুষের তাহলে এই মনের থেকে দ্রুত যান সত্যিই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, আর আমি আমার লেখার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাই করব যাতে সবাই আবার নিজের মস্তিষ্কের পাশাপাশি মনকেও প্রাধান্য দেয় আর মন নামক যানের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীকে আবার নতুন ভাবে চিনতে পারে।

সুদিন - দুর্দিন

— বর্ষা মন্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

সুদিন হইলে তোমায়
চেনে সবারে;
আবার, দুর্দিন হইলে
নাহি চেনে তোমারে।
সময়ের ফেরে দেখ
একী হাল সংসারে।
শ্রেষ্ঠ কারো নয়
দেখ ঘরে ঘরে।
ধনী লোক নাহি চেনে
গরীব লোকেরে।
টাকায় লয় সবকিছু
যাহা ছিল ঘরে।
আলিবাবার দুঃখের কথা
সকলে তা জানে,
হিংসা করিতে গিয়া
কাশিম যায় সমনে।
ছোট বড় সবারে দেখ
সমান চোখেতে।
ভগবান খুশি হবে
তোমার কর্মেতে।
ধনী- গরিব সবই
ভগবানের সৃজন।
তবে কেন তফাৎ কর
হেন দুই জন।
ধনীর দুলাল পারে
গরীব হতে পারে।
তবে কেন বড়াই কর
লয়ে ধনেরে?

Monika Malik
2nd year.

বন্ধু

বন্ধু মানে শুধু একসাথে হাসা নয়,
বন্ধু মানে সুখ দুঃখ সবসময়ই পাশে থাকা,
বন্ধু মানে একসাথে পথ চলা,
সব লড়াইয়ের একসাথে মোকাবিলা করা,
বন্ধু মানে তুই না গেলে আমিও যাব না,
আবার রাগ করলে মানিয়ে নেওয়া,
বন্ধু মানে, তোর দুঃখ, আমার দুঃখ
তুই মন খারাপ করলে আমার একটুও ভালো লাগেনা,
বন্ধু মানে, আজ আড়ি কাল ভাব
সবকিছুর শেষে সব মিটমাট,
বন্ধু মানে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া,
মাঝে মাঝে আবার একটু ঘুরতে যাওয়া,
বন্ধু মানে যাবি না কখনও আমায় ছেড়ে,
ধরবি হাতটা আমার শক্ত করে।
বন্ধু মানে আমার জিত তোর জিত, তোর হার আমার হার,
সবকিছুই তোর আমার।

মা

প্রিয়াঙ্কা কর (দ্বিতীয় বর্ষ)

মা মানে এক পৃথিবী ভরা ভালোবাসা
ঘুটঘুটে অন্ধকারেও আলোর আশা
মা, কত কষ্টেও থাকে চুপ
মা দুর্গার মতই তার অনেক রূপ।

কখনও সে বকে কখনও বা মারে,
তারপরে আড়ালে লুকিয়ে সে কাঁদে
খানিকবাদে বুকে টেনে খুব আদরও করে,
ভালোমন্দ কতকি সুস্বাদু খাদ্যই না রাঁধে।
প্রথম শেখা অ-আ-ক-খ আর ছড়া-ছবি,
সাহস দিয়ে বলে তুই অনেক বড়ো হবি।
গান শুনিয়ে ঘুম পাড়ানো গল্প বলে খাওয়া,
ছোটো ছোটো বায়না পূরন আর মামাবাড়ি যাওয়া।

মা করে না ভেদাভেদ সন্তানদের মাঝে,
মিলেমিশে থাকতে শেখায় সকাল সাঁঝে
কখনও যেন না মেলায় মায়ের মুখের হাসি,
মাগো আমি তোমায় ভীষণ বড্ড ভালোবাসি।

বিদায়

অন্যের সুর বাসা বেঁধেছে তোমার মনের বারান্দা.
আমার কোনো প্রয়োজন নেই
চলি বন্ধু বিদায়।
ছেড়ে চলে যেতে চাও তুমি
রাখতে চাওনা সম্পর্ক আর
Whatsapp-এ লেখা থাক কিছু গল্প তোমার আমার ||
ভালোবাসার কিছু গল্প আর অসম্পূর্ণ কিছু কবিতা
এসব কিছু নিয়েই না হয় শেষ হোক আমাদের সম্পর্কটা।
চাইলেই আর তোমায় ডাকতে পারবনা জানু বলে।
হয়তো বা কথাও বলা হবেনা তোমার সাথে দেখা হলে।
সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাব একদিন দুজনেই
জানু আজও তুমি আমার প্রথম ভালোবাসা নিজের অজান্তেই
ভালো থেকো, হাসতে থেকো
এভাবেই সারা জীবনটায়
দূর থেকেই Miss করব তোমায়
চলি বন্ধু বিদায়।

- Sayan Dandapat

স্মার্টফোন

- অর্পিতা প্রোড়ে (দ্বিতীয় বর্ষ)

আগে বিকেল হলেই
থাকত খেলার রেশ,
এখন কোথায় যেন হারিয়ে গেছে
ছেলেবেলার সেই আবেশ,
ছেলেবেলা হারিয়ে গেছে
পাঁচ ইঞ্চির স্ক্রিনে,
খাওয়া থেকে ঘুমানো
সবই এখন ফোনে,
প্রকৃতি এখন বিলুপ্ত প্রায়
ফোনেরই কারনে,
ছেলেবেলা পাচ্ছে লোপ
স্মার্টফোনের দৌলতে।।
আবার এই স্মার্টফোন
ফোটায় হাসি কোনো মায়ের মুখে
বিদেশে থাকা তাদের সন্তানদের
গলার শব্দ শুনে।।
হারাচ্ছে সবাই আজ
Reels - এর ভিড়ে
কারোর আবার চিন্তা
subscriber নিয়ে,
অনুরোধ শুধু সবার কাছে
বাঁচিয়ে রাখো প্রকৃতিকে,
বাঁচবে যেদিন প্রকৃতি কমবে সেদিন স্ক্রিন
কমবে সেদিন দেখো suicide case।।

"চলে যেতে যেতে দিন বলে যায় "

অধ্যাপিকা ডক্টর শৈলী চৌধুরী

মায়ার কথারা মনে গেঁথে থাক
বাদবাকি টুকু ফাঁকি।
ঘর পড়ে থাক,স্মৃতি তালা দেওয়া
চাবি টুকু খোজা বাকি।

কিছু ব্যথা রয়ে গেল, কথা রয়ে গেল
অভিভাবকের মতো।
কিছু দিন থেকে গেল, ঋন থেকে গেল
শোধ করা গেল নাতো।

মুখে হাসি লেগে,চোখ বোঝে নাতো
জল মুছে নেব? কি দায়?
কিছু পিছুটান আলগোছে থাকে
বলা হয়না তো বিদায়।

কলমে : সৌম্যদীপ ঘোষ
দ্বিতীয় বর্ষ

খামোকা রাগ করিনা আজ,
কুঁচকে ভুরু দেখাইনা আর রাগ মূর্তির সাজ।

কেনো আমি বলব তাকে আমার মতোন করে,
দাঁড়িয়ে আছি এক কোনেতে মনের শোকের ঘোরে।

দু দিন পরে মজে যাবে তোমার মনের কূপ,
আজের মতোই সেদিন আমি থাকবো করে চুপ।

দেখবো যেদিন পাচ্ছো তুমি তোমার ভালোবাসা,
ঘাড় গুজিয়ে চলে যাব, ছাড়বো সকল আশা।

সেদিন তুমি অন্য কারোর, অন্য রকম কেউ,
হইত সেদিন থেমেই যাবে সমুদ্দুরের ঢেউ।

দুঃখ আমি শত পেলেও, পাবো হাজার ভয়,
তোমার নতুন হঠাৎ যদি পশুর মতো হয়।

অনেক স্ফূর্তি পাবো যদি হয় তোমার মানুষ ভালো,
হোক না তাঁর গড়ন খারাপ, হোক না ফর্সা কিংবা কালো।

দিক্ সে তোমায় ভালোবাসা, মরুক তোমার ঈশারাতে,
ভালো মানুষ যাচাই করে আগে, তারপরেতেই হাতটি রেখো হাতে।

মানুষ পেও এমন রকম যে খুজবে তোমায় ঘুমের ঘোরে,
নতুন যেন ভালোবাসে হবাহু, আমার মতোন করে॥

আচ্ছা দরকার নেই আমার মতো, বাসুক আমার থেকেও দ্বিগুন,
আমার মতোই যেন দেয় না বকা পান থেকে খসলে চুন।

অবশেষে বলব এটা তোমার সুখেই সুখেই আমার সুখ,
থাকো যেথায় ই থাকে যেন সর্বদা আসল হাসি মুখ॥

Supriti Dan

2nd year